তথ্যবিবরণী                                                                             নম্বর : ১৬৬৫

**প্রধানমন্ত্রীর সফরের অর্জনে বিএনপির গাত্রদাহ আর ফখরুলের মিথ্যাচারের রেকর্ডভঙ্গ**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ২২ বৈশাখ (৫ মে) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর জাপান, আমেরিকা ও যুক্তরাজ্য সফরের অর্জনে বিএনপি নেতাদের গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। তাদের হতাশা এবং গাত্রদাহ থেকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মিথ্যাচারের অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

সম্প্রতি গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান আফগানিস্তানের নিচে দেখানো ফ্রান্সভিত্তিক সংস্থা রিপোর্টার্স স্যান্স ফ্রন্টিয়ার্সের রিপোর্ট সম্পর্কে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এই রিপোর্টটি একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং গাঁজাখুরি গল্প ছাড়া অন্য কিছু নয়। বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আজকে পৃথিবীতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য উদাহরণ। অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অনেক উন্নত দেশের চেয়েও বেশি।’

আজ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের মাল্টিপারপাস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নসরুল্লাহ ইরফানসহ চট্টগ্রাম কেন্দ্রের কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তো দেশের জন্য সফরে গিয়েছেন। জাপান আমাদেরকে ৩০ বিলিয়ন ইয়েন বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তার চুক্তি করেছে। যে বিশ্ব ব্যাংক আমাদের পদ্মা সেতু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, সেই বিশ্বব্যাংক তাদের ভুল উপলব্ধি করে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ওয়াশিংটনে নিয়ে গেছে, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে তারা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে এবং ২ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।’

‘সে অর্জনগুলো নিয়ে বিএনপি মানুষের কাছে বিকৃতভাবে কেন মিথ্যাচার করছে সেটিই আমার প্রশ্ন’ উল্লেখ করে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেবদের অনুরোধ জানাবো, দেশের জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনা যে সাহায্য সহযোগিতা এবং সম্মান বয়ে এনেছেন সেজন্য তারাও সম্মানিত বোধ করতে পারেন।’

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘আইএমএফ প্রধান আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে বলেছেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতির জন্য শেখ হাসিনার নেতৃত্ব প্রয়োজন। তিনি শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এগুলো দেখে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবের গাত্রদাহ হচ্ছে, সেজন্য তিনি মিথ্যাচার করছেন। একই সাথে তিনি তার মিথ্যাচারের ইতিপূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।’

ফ্রান্সভিত্তিক সংগঠন রিপোর্টার্স স্যান্স ফ্রন্টিয়ার্সের প্রতিবেদন বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আফগানিস্তানে যেখানে মেয়েরা স্কুল এবং ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারে না, যে আফগানিস্তানে কেউ কথাই বলতে পারে না, সেটার নিচে বাংলাদেশকে দেখিয়েছে তারা। এতেই তো প্রমাণিত হয় এই রিপোর্টটি একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুয়া এবং গাঁজাখুরি গল্প ছাড়া অন্য কিছু নয়।’

‘এই সংগঠন জননেত্রী শেখ হাসিনার ছবি বিকৃত করে তাদের অনলাইনে প্রচ্ছদ ছাপিয়েছিল এবং আপত্তিকর ক্যাপশন দিয়েছিল এবং সেটার প্রেক্ষিতে ফ্রান্সের আদালতে মামলা হয়েছে’ উল্লেখ করেন তিনি।

এর আগে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে ঐতিহাসিক বর্ণনা করে বলেন, বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণা যেটি ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয়েছিল, সেটি এই চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে পাঠ করে প্রথম শুনিয়েছিলেন তৎকালীন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নান। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ২৬ মার্চ সারাদিন এটি প্রচার করা হয়। পরবর্তীতে ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের নেতারা যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন একজন সেনাবাহিনীর অফিসার দিয়ে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি পাঠ করা প্রয়োজন। তখন প্রথমে ইপিআর-এর মেজর রফিক বীর উত্তমের সাথে যোগাযোগ করা হয়। তিনি বলেছিলেন আমি এমবুশ নিয়ে আছি, সরে গেলে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষতি হতে পারে। তিনিই জিয়াউর রহমানের খোঁজ দিয়েছিলেন।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘মেজর রফিকের ‘লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে’ বইয়ে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। মেজর রফিক লিখেছেন- ২৫ মার্চ রাতে জিয়াউর রহমান সোয়াত জাহাজ থেকে পাকিস্তানিদের অস্ত্র খালাস করতে যাচ্ছিলেন। পথে বাধা পেয়ে তিনি ফেরত আসেন, পরে ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করেন।’

মন্ত্রী বলেন, ‘অনেক ইতিহাস বিকৃতি ঘটানো হয়েছে, যা চিরদিনের জন্য বন্ধ করার লক্ষ্যে আমরা সমগ্র পৃথিবীর আর্কাইভ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছি। পৃথিবীর বিভিন্ন আর্কাইভে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা, আমাদের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ, সেগুলোর নানা দলিল সংরক্ষিত আছে। পৃথিবীর অন্যতম সেরা আর্কাইভ “ব্রিটিশ পাথে” থেকে এরকম ১৫৬টি ডকুমেন্ট সংগ্রহ করার জন্য আমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। যারা ইতিহাস বিকৃতি ঘটিয়েছে, তারা জানে না সারা পৃথিবীতে সত্য ইতিহাস সংরক্ষিত আছে। সেটা তো বিকৃত করা সম্ভবপর হয়নি। আমরা সেটিই সংগ্রহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি, চিরদিনের জন্য এই বিতর্ক কেউ যেন আর উপস্থাপন করতে না পারে।’

#

আকরাম/আরমান/রাহাত/মোশারফ/রফিকুল/শামীম/২০২৩/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                             নম্বর : ১৬৬৪

**যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া সিনেটে বাংলাদেশকে প্রশংসা করে রেজুলেশন পাস করায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কৃতজ্ঞতা**

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে) :

গত এক দশকের বেশি সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আঞ্চলিক শান্তি-স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে অবদান এবং মানবিকতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া স্টেট সিনেটে রেজুলেশন পাস করায় সংশ্লিষ্টদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

গত ২ মে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি-তে সরকারি সফরকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের কাছে জর্জিয়ার সিনেটর শেখ রহমানের পক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসার-সহ মিশিগানের হ্যামট্রমিক সিটি কাউন্সিলের সদস্য নাঈম লিয়ন চৌধুরী, আবু মূসা এবং মিথুন মাহবুব রেজুলেশনের অফিসিয়াল কপি হস্তান্তর করলে মন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে গত দু’বছর যাবত জর্জিয়া স্টেট সিনেটে সিনেটর শেখ রহমানের উদ্যোগে বাংলাদেশ সম্পর্কে এই প্রস্তাব উত্থাপনের ধারাবাহিকতায় এবার এই রেজুলেশন সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন বাংলাদেশি আমেরিকান সিনেটর শেখ রহমানের এই উদ্যোগের জন্য তাঁকে এবং জর্জিয়ার জনপ্রতিনিধিদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

উল্লেখ্য, জর্জিয়া স্টেট সিনেটে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫১তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২৯ মার্চ গৃহীত এক রেজুলেশনে (এসআর ৪২৬) বাংলাদেশের অসাধারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অগ্রগতি ও মানবিকতার প্রশংসা করা হয়। ডেমোক্রেট দলীয় স্টেট সিনেটর শেখ রহমানের উত্থাপিত এ রেজুলেশনে বলা হয়: ‘গত এক দশকের বেশি সময় ধরে বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ তার অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শুধু যে বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণ করছে তা নয় বরং শান্তি, প্রগতি এবং আঞ্চলিক সমৃদ্ধিতেও অবদান রাখছে।’ এতে বলা হয়, ‘বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং সামাজিক উন্নয়নের সফল এ অভিযাত্রায় যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিনের সক্রিয় অংশীদার। দু’দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ সম্প্রতি ৯ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।’

দু’দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের নানা দিক উল্লেখ করে রেজুলেশনে বলা হয়, ‘জর্জিয়া স্টেটের ৩০ সহস্রাধিক বাংলাদেশি আমেরিকান-সহ যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫ লাখ বাংলাদেশি আমেরিকান বসবাস করছে। বিগত ৫১ বছরে বাণিজ্য, অর্থনীতি, নিরাপত্তা, সুশাসন ও উন্নয়নসহ আরো অনেকগুলো বৈশ্বিক ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে দু’দেশের সরকার পর্যায়ের সম্পর্কের বাইরেও দু’দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক অনেক বিস্তৃত হয়েছে। এখন বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র আগামী ৫১ বছরে সম্পর্ক আরো গভীর ও বিস্তৃত করতে একসাথে কাজ করে যাচ্ছে।’

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ বাংলাদেশের জনগণের পাশে থাকার বিষয় উল্লেখ করে রেজুলেশনে বলা হয়; ‘একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আমেরিকার জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সিনেটর টেড কেনেডির অবিস্মরণীয় ভূমিকা বাংলাদেশ সবসময় কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে।’

রেজুলেশনে বাংলাদেশের অগ্রগতির বিভিন্ন ক্ষেত্র উল্লেখ করে বলা হয়, ‘বাংলাদেশ গত ৫১ বছরে বর্ধিত হারে খাদ্য উৎপাদন, দুর্যোগ-মোকাবেলা, দারিদ্র্য-বিমোচন, স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি নারী ক্ষমতায়নে অবিশ্বাস্য সাফল্য দেখিয়েছে।’

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের একসঙ্গে কাজ করার নানা ক্ষেত্র উল্লেখ করে রেজুলেশনে বলা হয়, ‘বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক অনেক ইস্যুতে একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে যেমন; আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, মানবাধিকার সুরক্ষাসহ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলাসহ অন্যান্য ইস্যুতে দু’দেশ একসঙ্গে কাজ করছে।’

বাংলাদেশের মানবিকতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে রেজুলেশনে বলা হয়, ‘দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ যে উদারতার স্বাক্ষর রেখেছে তার জন্যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মানবিকতার প্রশংসা করছে এবং এ যাবত রোহিঙ্গাদের জন্যে এক বিলিয়ন ডলারের অধিক প্রদান করা হয়েছে।’ এছাড়া কোভিড মোকাবিলায় বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য ৬১ মিলিয়ন ডোজ কোভিড ভ্যাকসিন প্রদানের জন্য বাংলাদেশের কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি ও উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেছে জর্জিয়া স্টেট সিনেট।

#

মোহসিন/রাহাত/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৬৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬৬৩

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ২ দশমিক ১৮ শতাংশ। এ সময় ৪শ’ ১২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৫ হাজার ৮১১ জন।

                                                      #

সুলতানা/রাহাত/রফিকুল/লিখন/২০২৩/১৬৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ১৬৬২

**আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ  
 -সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ বৈশাখ (৫ মে) :

সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু বলেছেন, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারাই আগামী দিনে এ দেশের নেতৃত্ব দিবে। তাদের সুস্হ-সুন্দর জীবন গঠনে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টিতে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকার মোহাম্মদপুরে শারীরিক শিক্ষা কলেজ মাঠে সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন আবাসিক প্রতিষ্ঠানে নিবাসী শিশুদের দু'দিনব্যাপী ঢাকা বিভাগীয় বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

আশরাফ আলী খান বলেন, আজকে এ প্রতিযোগিতায় যারা অংশগ্রহণ করছেন তাদের অধিকাংশই পিতৃ-মাতৃহীন। এদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলের। তিনি বলেন, প্রতিযোগিতা যেমন আনন্দ দেয়, তেমনি সবার মাঝে ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করে। দৈনন্দিন জীবনে কাজের পাশাপাশি খেলাধুলা অত্যন্ত উপযোগী, এতে শরীর ও মন দুই ভালো থাকে।

ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মোঃ সাবিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল ও ঢাকা বিভাগীয় সমাজসেবা পরিচালক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক।

প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিভাগের সকল জেলার সরকারি শিশু পরিবারের সদস্যরা কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করেন। এর আগে প্রতিমন্ত্রী পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

#

এনায়েত/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/মাসুম/২০২৩/১৫৩০ ঘণ্টা